

যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১৩৫৭

১/ বিবিধ

আরবী

ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر
موضوع

رواه الترمذي (2/293) والدولابي في " الكنى " (2/99) والحاكم (3/190) وكذا
العقيلي في " الضعفاء " (241) ومن طريقه ابن الجوزي في " الواهيات " (1/190)
وابن عدي في " الكامل " (ق 224/2) وابن عساكر في " تاريخ دمشق " (13/29/1)
من طريق عبد الله بن داود التمار قال: حدثنا عبد الرحمن بن أخي محمد ابن
المنكدر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال عمر لأبي بكر: يا خير
الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم! فقال أبو بكر أما إنك إن قلت ذاك، فلقد
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره. وقال الترمذي: " هذا حديث
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بذاك ". قلت: وعلة التمار وأشيخه
عبد الرحمن، وفي ترجمة الأول أورده ابن عدي، وبالتالي أعله العقيلي فقال: " لا يتابع
عليه ولا يعرف إلا به

وقال الذهبي في ترجمته من " الميزان ": " لا يكاد يعرف، ولا يتابع على حديثه ". ثم
ساقه. وأعله بالأول أيضا فقال في جزء " موضوعات من المستدرک ": " قلت: عبد
الله هالك، وهذا باطل ". وقال في ترجمته من " الميزان ": قال البخاري: فيه نظر،
وقال النسائي: ضعيف. وقال أبو حاتم: ليس بقوي، وتكلم فيه ابن عدي وابن حبان .
ثم ساق له هذا الحديث، ثم قال: هذا كذب

ولما قال الحاكم: " صحيح الإسناد " تعقبه الذهبي بقوله: " عبد الله ضعفه، وعبد الرحمن تكلم فيه، والحديث شبه موضوع ". وقال ابن الجوزي: هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتابع عبد الرحمن عليه، ولا يعرف إلا به، وأما عبد الله بن داود فقال ابن حبان: منكر الحديث جدا، يروي المناكير عن المشاهير، لا يجوز الاحتجاج بروايته

ثم إن الحديث ظاهر البطلان، لمخالفته لما هو مقطوع به: أن خير من طلعت عليه الشمس إنما هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الرسل والأنبياء، ثم أبو بكر، وقد جاء من طرق عن ابن جريج عن عطاء عن أبي الدرداء مرفوعا بلفظ: ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر ". أخرجه جمع من المحدثين منهم عبد بن حميد والخطيب وغيرهما، وهو أصح من الأول سنداً ومثناً كما ترى، وقد حسنه بعضهم، ولكن الطرق المشار إليها بحاجة إلى دراسة دقيقة، وهذا مما لم يتيسر لي بعد. والله الموفق

বাংলা

১৩৫৭। উমার হতে উত্তম কোন ব্যক্তির উপরে সূর্য উদিত হয়নি।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (২/২৯৩), দুলাবী "আলকুনা" গ্রন্থে (২/৯৯), হাকিম (৩/১৯০), অনুরূপভাবে ওকায়লী "আযযুয়াফা" গ্রন্থে (২৪১), তার সূত্রে ইবনুল জাওয়াযী "আলওয়াহিয়াত" গ্রন্থে (১/১৯০), ইবনু আদী "আল-কামেল" গ্রন্থে (কাফ ২/২২৪) ও ইবনু আসাকির "তারীখু দেমাস্ক" গ্রন্থে (১৩/২৯/১) আব্দুল্লাহ ইবনু দাউদ আততাম্মার সূত্রে আব্দুর রহমান ইবনু আখী মুহাম্মাদ আলমুনকাদির হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদীর হতে, তিনি জাবের ইবনু আব্দিল্লাহ হতে, তিনি বলেনঃ উমার (রাঃ) আবু বকর (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ হে সর্বোত্তম ব্যক্তি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরে! তখন আবু বাকর (রাঃ) বললেনঃ তুমি এ কথা বলছ আর আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছিঃ ...।

ইমাম তিরমিযী বলেনঃ এ হাদীসটি গারীব। একমাত্র এ সূত্রেই হাদীসটিকে চিনি। সনদটি আসলে সেরূপ নয়।

আমি (আলবানী) বলছিঃ হাদিসটির সমস্যা হচ্ছে বর্ণনাকারী আত-তাম্মার অথবা তার শাইখ আব্দুর রহমান। প্রথমজনের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে ইবনু আদী হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। আর ওকায়লী দ্বিতীয়জনের

দ্বারা হাদীসটির সমস্যা বর্ণনা করে বলেছেনঃ তার মুতাবা'য়াত করা হয়নি আর তাকে একমাত্র এ হাদীসের দ্বারাই চেনা যায়।

হাফিয যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে তার জীবনীতে বলেনঃ তাকে চেনা যায় না। আর তার হাদীসের মুতাবা'য়াত করা হয়নি। অতঃপর হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তিনি “মওয়াযাতুম মিনাল মুসতাদরাক” গ্রন্থে প্রথমজনের দ্বারাও হাদীসটির সমস্যা বর্ণনা করে বলেছেনঃ আমি (যাহাবী) বলছিঃ আব্দুল্লাহ হালেক (ধ্বংসপ্রাপ্ত) আর এ হাদীসটি বাতিল। তিনি “আল-মীযান” গ্রন্থে তার জীবনীতে বলেনঃ ইমাম বুখারী বলেছেনঃ তার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। নাসাঈ বলেনঃ তিনি দুর্বল। আবু হাতিম বলেনঃ তিনি শক্তিশালী নন। ইবনু আদী ও ইবনু হিব্বানও তার সমালোচনা করেছেন। অতঃপর তিনি তার এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেনঃ এ হাদীসটি মিথ্যা।

হাকিম যখন বলেনঃ সনদটি সহীহ, তখন হাফিয যাহাবী নিম্নলিখিত ভাষায় তার প্রতিবাদ করে বলেনঃ বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহকে মুহাদ্দিসগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আর আব্দুর রহমানের ব্যাপারে সমালোচনা করা হয়েছে। আর হাদীসটি বানোয়াটের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ইবনুল জাওয়াযী বলেনঃ এ হাদীসটি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সহীহ হিসেবে সাব্যস্ত হয়নি। এ হাদীসের ব্যাপারে আব্দুর রহমানের মুতাবা'য়াতও করা হয়নি। হাদীসটিকে একমাত্র তার মাধ্যমেই চেনা যায়। আর আব্দুল্লাহ ইবনু দাউদ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেনঃ তিনি খুবই মুনকারুল হাদীস। তিনি প্রসিদ্ধদের উদ্ধৃতিতে মুনকার হাদীস বর্ণনা করেন। তার বর্ণনার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা না-জায়েয।

এছাড়াও হাদীসটি সুস্পষ্ট বাতিল হওয়ার কারণ হচ্ছে এটি অকাট্য বাস্তবতা বিরোধী। কারণ সর্বোত্তম যে ব্যক্তির উপর সূর্য উদিত হয়েছে তিনি হচ্ছেন আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, অতঃপর অন্যান্য নবী এবং রসূলগণ, অতঃপর আবু বাকর। কারণ বিভিন্ন সূত্রে ইবনু জুরায়েজ হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি আতা হতে, তিনি আবুদ দারদা (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে নিম্নের বাক্যে বর্ণনা করেছেনঃ

“নবী এবং রসূলগণের পরে এমন কারো উপর সূর্যোদয় এবং সূর্যস্ত হয়নি যে আবু বাকর হতে উত্তম।”

এটিকে একদল মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন যাদের মধ্যে আব্দ ইবনু হুমায়েদ, খাতীব বাগদাদী প্রমুখ রয়েছেন। এটি আলোচ্য হাদীসের সনদ এবং ভাষা উভয় দিক থেকে বেশী বিশুদ্ধ। কেউ কেউ এটিকে হাসান আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু যে সূত্রগুলোর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে সেগুলো গবেষণার দাবী রাখে। এ পর্যন্ত আমার পক্ষে সে সুযোগ হয়নি।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

🔗 Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link?id=72236>

📖 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন